বাংলাদেশে প্রবাসী বাংলাদেশী সম্মেলনকে লস এঞ্জেলেসবাসী স্বাগত জানিয়েছেন

একুশ রিপোর্ট

আগামী ২৭,২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৭ প্রথমবারের মতো ঢাকায় তিন দিন ব্যাপী প্রবাসী বাংলাদেশী সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য রেখেছেন লস এঞ্জেলেসবাসী। মূলধারার সভাপতি ইসমাইল হোসেন বলেন যে, এ ধরণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, বিশ্বের ২০টি দেশের প্রবাসীদের নিয়ে যারা এ ধরণের উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকে উত্তর আমেরিকার প্রবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানায়। পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে সমালোচনার উপর মন্তব্য করে বলেন যে, আমরা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে নয়। কতিপয় ব্যক্তি নিজ স্বার্থকে সম্বল করে ভিন্ন পটভূমিকায় বিরোধিতা করছেন। তারা সকল সময় বিরোধিতা করে আসেন। বিশেষ মহলের ব্যক্তিবর্গ একই কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, প্রবাসে কিছু ব্যক্তি বিশেষ নিজেদেরকে প্রবাসের মোড়ল মনে করেন। কোন বৃহৎ কর্মকান্ড থেকে বাদ পড়লে বা বিশেষ পদ না পেলে বিরোধিতা করার চেষ্টা করে ভন্ডুল করার প্রচেষ্টা করেন, যেমনটি এক্ষেত্রে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অনেকে মনে করেন এ ধরণের কল্যাণকর উদ্যোগ কাউকে না কাউকে এগিয়ে এসে করতে হয়।

তারা ফোবানার কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রথমে ফোবানা ওয়াশিংটন ডিসি থেকে শুরু হয়েছিল এবং সেখানকার সংগঠকেরাই উদ্যোগ নিয়ে করেছিলেন। আজ তার ব্যাপ্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কারো যদি ভালো মন্দের মতামত দেওয়ার পরামর্শ থাকলে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা বা বিশ্লেষণ করে বিষয়কে উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু ধ্বংসের বিরোধিতার দেশীয় স্বভাব প্রবাসে বসে করা অশিক্ষিতের পরিচয় বহন করে বলে উল্লেখ করেন। জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে বলেন যে, প্রবাসী মন্ত্রীকে কি প্রবাসের কাউকে জিজ্ঞাসা করে নির্বাচিত করা হয় বা প্রবাসী কাউকে কি করেছিলো ? প্রবাসীর কল্যাণে ও বৃহত্তর স্বার্থের মাতব্বরি ছেড়ে গঠনমূলক ও পজেটিভ হওয়ার আহ্বান জানায়। অনেকে আয়োজককারীদেরকে প্রবাসের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধির মাধ্যমে কৃর্তিমান ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশে তুলে ধরার পদ্ধতি করার পরামর্শ প্রদান করে।

লস এঞ্জেলেসের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডঃ জয়নাল আবেদিন বলেন যে, প্রবাসী সম্মেলন কে বা কাহারা করছে তা যদি আমরা না জানি তাহলে সেটা একটা প্রশ্নবোধক হয়ে যায়। তিনি বলেন, ২০টি দেশের, ১৯টি দেশ মিলেও আমেরিকার প্রবাসীদের সমান হবে না অথচ আমরাই জানিনা যে প্রবাসী সম্মেলন হচ্ছে। আর আমরা যদি না জানি তার মানে কিছুই হচ্ছে না। প্রবাসী সম্মেলন প্রবাসী বর্তৃক হতে হবে। এই সকল ভূয়া প্রবাসীর সম্মেলনে আমাদের কোন সমর্থন থাকতে পারে না।

একুশ-এর প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক জাহান হাসান অভিমত প্রকাশ করে বলেন, গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতি বছর নতুন নতুন নের্তৃত্বের মাধ্যমে সম্মেলন সংগঠিত হলে সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ধ্যান ধারণার প্রসারতা লাভ করবে। শুরুতেই অনেক কিছু পূর্ণাঙ্গতা আনা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে গড়ে ওঠে সমন্বয়ের সেতুবন্ধন।

একুশ-এর সম্পাদক কাজী মশহুরুল হুদা মন্তব্য করে বলেন যে, দুর্নীতি ও কতিপয় ব্যক্তিদের খামখেয়ালীপনার উর্দ্ধে প্রবাসী সম্মেলনের জন্য ভবিষ্যতে বিশ্ব কমিটির মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

নব অনুষ্ঠিতব্য প্রবাসীর সম্মেলনে আগামীতে যেন রাজনৈতিক দলের নেগেটিভ ও প্রবাসের তথাকথিত স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালোভীদের স্থান না পায় এ বিষয়ে সংস্কারবাদীরা সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান। এরা অতীতেও সব বিষয়ে মাথা গলিয়ে সকল যাত্রা ভঙ্গ করেছেন, এখনও করছেন যাদের প্রতিক্রিয়া পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছেন এবং আগামীতেও করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রবাসীর সম্মেলনে সরকারী সমর্থনকে প্রবাসীবৃন্দ সাধুবাদ জানিয়েছে।

লেখক ফজল হাসানের সাথে কিছুক্ষণ

একুশ ডেস্ক

কনস্যুলেট অফিসে যাচ্ছিলাম 'একুশ' পত্রিকা ডেলিভারী করতে। পথে দেখা হয়ে গেলো কনস্যুলেট অফিসের জনাব মাকসুদ সাহেবের সাথে। ভাবলাম বাঁচা গেছে উনার হাতে পত্রিকা দিয়ে দায়মুক্ত হওয়া যাবে। করলামও তাই। কিন্তু উনি বললেন, আমি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলাম, ওখানকার মিশনে ক্যানবেরাতে থাকাকলীন পরিচয় হয়েছিলো ডঃ আফজাল হোসেনের সাথে। তিনি আগামী ১৭ নভেম্বর, ২০০৭ লস এঞ্জেলেস ভ্রমণে আসছেন। তিনি কল করে বলেছেন আমাকে জানাতে। আমার ভিশনে ডঃ আফজাল হোসেনের ছবি ক্লিক করছে না। ২৫ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি। আমার বিভাগের (মৃত্তিকা বিজ্ঞান) ছাত্র। এখন অস্ট্রেলিয়ায় একটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে সহ সস্ত্রীক থাকে। তবু কিউরিসিটি নিয়ে বসে আছি। ১৯ নভেম্বর মাকসুদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আফজাল সাহেব কি এসেছে ? বল্লেন, হ্যাঁ। আমাকে একটি ফোন নাম্বার দিলেন, তাদের বাসায় উঠেছে। কল করলাম, শাহিদা পারভীন মুক্তা (চাচাতো বোন) বললো, দাদা(বড়দের)দেরকে স্টুডিও সিটিতে রেখে এসেছি, বিকালের দিকে ফিরে আসবেন। উনি আপনার কথা বলছিলেন। আমি বললাম, রাতে দেখা করতে আসবো।

এখনও স্মরণ করতে পারছি না কে এই আফজাল হোসেন ? এসে উঠেছে মোকলেসুর রহমান স্বপনদের বাসায় ৫০০ আলেকজান্দার। এই এলাকায় কারো সাথে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিতে ভয় লাগে। কারণ, পার্কি-এর সমস্যা রয়েছে। অগত্যা ৩০/৪০ মিনিট ধরে অপেক্ষা করার পর সৌভাগ্যের বরাতে একটি পার্কিং পেলাম এক ব্লক দূরে। বাসার নীচে এসে কল করলে জানালো তারা নীচে নেমে আসছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আরো একজন বাংলাদেশী ঢুকলো। পরিচিত জন, বললাম কোথায় যাচ্ছেন ? বললো স্বপনদের বাসায়। বললাম, আমিওতো যাচ্ছি। চলেন যাই। এলিভেটর থেকে একজন বের হতেই উঠে পড়লাম। বিল্ডিংটি খুব পরিচিত লাগছে। ৫০০ আলেকজান্দারের উপর একটা ফিচার করেছিলাম। মা ও ছেলেকে নিয়ে ঘটনা। এলিভেটর খুলতেই দেখি আফজাল হোসেন। এবার দেখেই স্মরণ হলো, শহীদুল্লাহ হলে থাকা ফজল হাসান। আমার সহপাঠি। ছদ্মভাবে সত্তর দশকের মাঝামাঝি ছড়া লিখতো। পলিটিক্যাল ছড়া লিখতো বলে ছদ্ম নাম ব্যবহার করতো।

আফজাল হোসেন ছিল মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু ফজল হাসান ছিল ছড়াকার। অল্প সময়ে লেখাতে ব্যাপক নাম করে ফেলেছিলো। ফজল হাসান ওরফে আফজাল হোসেন ছিলো মিশুক, কৌতুকপ্রিয়। কথা বলার বিশেষ ভঙ্গি ছিলো এবং ডান হাতের সঞ্চালন স্মরণীয়। এই সকল উদাহরণ দেখা মাত্র স্মৃতির চত্বরে ভেসে উঠলো ২৫ বছরের ফেলে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলির কথা। খড়ম পায়ে কার্জন হল চষে ফেলা সময় জীবন্ত হয়ে উঠলো। ফজল হাসানের চুল সাদা হয়ে গেছে। শরীরে মেদ জমে গেছে। দেখে কষ্ট লাগলো যে, আমি যতই নিজেকে যুবক সুলভ ভাবিনা কেনো বয়সতো আমার চিন্তার মাঝে আটকে নেই, অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে তার আপন গতিতে। মুক্তাদের বাসায় বসে আড্ডা দিলাম। ফজল হাসান এখন গল্পকার হয়ে গেছে। বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা দেখালো। চমৎকার সব নাম। চিনাবাদাম ও বৃষ্টি, চন্দ্রপুকুর বয়ে যায় দিন। আরও অনেক গল্প। গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কবে থেকে গল্প লিখছো ? ১৯৯৫ সন থেকে ? কিভাবে গল্প লেখো ? বললো, কিছুটা অভিজ্ঞতা আর বাকিটা মাথার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে সাবলীলভাবে। বললাম, গল্প লিখতে গেলে প্রচুর পড়াশুনার দরকার। বললো, আমি প্রতিদিন প্রায় চার ঘন্টা পড়াশুনার মধ্যে ব্যয় করি। ফজল হাসান সুদূর ক্যানবেরাতে বসেও বাংলা সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ছাত্র ডঃ আফজাল হোসেন অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের ট্রান্সপোর্ট এবং রিজিওনাল সার্ভিসেস (ব্যুরো অব ট্রান্সপোর্ট এন্ড রিজিওনাল ইকোনমিক্স) সিনিয়র রিসার্স এনালিস্ট। ডঃ আফজাল হোসেন একুশ-কে কথা দিয়ে গেছেন তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে লেখা পাঠাবেন লস এঞ্জেলেস পাঠকদের জন্য। আলাপচারিতার মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু মোশারফ হোসেন। মুন্সীগঞ্জের মানুষদের সবার সাথে সবার কেমন করে যেন এক আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা রয়েছে। মোশারফ ভাইও আফজালের সাথে দেখা করতে এসেছেন আত্মীয়তার সূত্রে। আমি তাদের রেখে স্মৃতির ডালি মনের মধ্যে মন্থন করতে করতে বের হয়ে এলাম। *[কিউ এম হুদা]*

রাজনৈতিক সংকটের মত খাদ্য সংকট নিয়ে মাথা ঘামায় না দাতারা

প্রথম পাতার পরঃ

তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। গত ১৫ নবেম্বরের সিডর-ধ্বংসযজ্ঞের পর ভারতীয় সরকার ত্রাণ সাহায্যের যে ঘোষণা দেয় তার তীব্র নিন্দা হয় ভারতীয় মিডিয়াতেই। কারণ সে সময় অন্যান্য দেশ ভারতের চেয়ে বেশি পরিমাণ ত্রাণের ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রণব মুখার্জি দুর্গত এলাকা সফরকালে ঘোষণা দেন যে ভারত সরকার পাঁচ লাখ টন চাল রফতানির সুযোগ দেবে। অর্থাৎ ৫ লাখ টন চাল বিক্রি করতে সম্মত। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত এই পাঁচ লাখ টন চাল আমদানির ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু অগ্রগতি হয়নি। এ ব্যাপারে গতকাল খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব ড. আইয়ুব মিয়া তার অফিসে এই প্রতিবেদককে জানান যে, আজ মঙ্গলবার ভারতীয় হাইকমিশনার সেগুনবাগিচাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসবেন বলে কথা আছে। খাদ্য সচিব বলেন, দ্রুত চাল আমদানির স্বার্থেই প্রাইভেট সেক্টরে চাল আমদানির সুযোগ থাকা উচিত। তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ সরকার চাল কিনে নেবে। সরকার থেকে সরকার বা জি টু জি পর্যায়ে চাল কিনতে গেলে বিলম্ব ঘটবে। সেভাবে চাল কিনতে গেলে টেন্ডার ডাকতে হবে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালার বাইরে তা কেনা যাবে না। কারণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে হবে। এদিকে একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশে ব্যবসাতে একশ্রেণীর মাড়োয়ারি গোষ্ঠী বাংলাদেশের এই খাদ্য সংকটকে পুজি করে ফায়দা লুটতে চাইছে। তারা তাদের ব্যবসায়িক প্রভাব খাটিয়ে ভারতীয় চালের দাম বাড়িয়ে দিতে চায়। গত অক্টোবরে ভারতীয় চালের আমদানিতে এলসি খোলা হয় টন প্রতি ৩২৫ থেকে ৩৩০ ডলার হিসাবে। সেই চালের দাম এখন চাওয়া হচ্ছে ৩৬০ থেকে ৩৬৫ ডলার। থাইল্যান্ডে চালের টন প্রায় ৪০০ ডলার তবে সেটি চিকন চাল। এদিকে সৌদী ত্রাণবাহী ফ্লাইটের পাঁচটি জাম্বো জেট আজ রাত ৯টা ১০ মিনিটে আসছে। সৌদী সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় ১০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে দেড় লাখ টন চাল। এই ত্রাণের চাল ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে বিতরণের কথা। ভারত ৫০ হাজার মেট্রিক টন চালের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার মধ্যে ২০ হাজার টন চাল জাহাজ বোঝাই করা হয়েছে বলে খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। পাকিস্তানের প্রতিশ্রুত ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল শিগগিরই আসবে বলেও জানা যায়। এবারের খাদ্য সংকটকে স্বাধীনতার ৩৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বলেও মন্তব্য করা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে সময় বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আসা খাদ্যভর্তি জাহাজ ফিরে গিয়েছিল বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। তবে সেবার খাদ্যশস্যের অভাবের চেয়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ছিল প্রধান। আসন্ন খাদ্য সংকট মোকাবিলায় বর্তমান সরকার সতর্ক রয়েছে বলে দাবি করা হয়।

নতুন সাজে ভ্যালীর একমাত্র বাংলাদেশী ফ্যাশন হাউস

একুশ রিপোর্ট

'সোহানা ফ্যাশন' ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রচার বহুল হয়ে উঠেছে ভ্যালী এলাকায়। ভ্যালী থেকে যারা আর্টেশিয়া যেতেন তারা সবাই সোহানা ফ্যাশনে খুঁজে নেয় তাদের চাহিদা। ভ্যালীর চাহিদা পূরণে সচেষ্ট সোহানা ফ্যাশন ঈদ উপলক্ষে নতুন সাজে সাজিয়েছে। স্বল্প মূল্যে ২০% ছাড় সহ নিত্য নতুন জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। ভ্যান নাইসের শারম্যান ওয়ে ও হোয়াইট ওকের কর্ণারে সকাল ১১:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা এবং সোমবার বন্ধ থাকে। আধুনিক ডিজাইনের শাড়ি ও মনকাড়া ফ্যাশন জুয়েলারী সোহানা ফ্যাশনে প্রত্যেক ভ্যালীবাসী তথা বৃহত্তর লস এঞ্জেলেস প্রবাসীর তিনটি কারণে ভিজিট করা উচিত।

বাংলা পাঠশালায় আপনার অনুদান
প্রবাসে বাংলা ভাষার সম্প্রসারন করবে।
আসুন বাংলা পাঠশালাকে সহযোগিতা করি
বিদেশের মাটিতে বাংলা চর্চা অব্যাহত রাখি
যোগাযোগ: ৩২৩-৬৬৩-৮৩০৫ / ২১৩-৮৪২-৭৩০৮
জনস্বার্থে - একুশ

আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করুন বিপন্ন মানুষের সাহাযার্থে এগিয়ে আসুন। জনস্বার্থে - একুশ

ntv
2 Bangla Channel
$24.99/ month
Free Dish
Up To 4 Rooms
CHANNEL i
নিমিষে টিভির পর্দায় বাংলাদেশ
100% DIGITAL BANGLA CHANNEL ON DISH
Top 100 Channel
$19.99/ month
ATN BANGLA

খেলাধুলা নাটক সিনেমা গান খবর
প্রবাস ও স্বদেশের সেতুবন্ধন
dish NETWORK
আজই ফোন করুন
1-866-723-7333
প্রবাস ও স্বদেশের সেতুবন্ধন - আজই ফোন করুন
1-866-FREE DISH (1-866-723-7333)

লস এঞ্জেলেসের প্রাণকেন্দ্রে
এশিয়ান মার্ট
এবার নতুন আঙ্গিকে সুপরিসর কলেবরে উন্নততর গ্রাহকসেবার লক্ষ্যে ব্যাপক সংস্কার শেষে অত্যাধুনিক আঙ্গিকে আবার চালু হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে
দেশীয় পণ্যের বৃহত্তম সমাহারে আমরা বরাবরের মতই অনন্য
hilsa

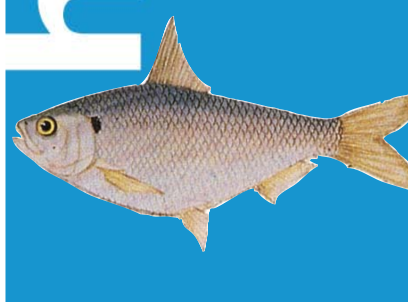

দেশীয় পণ্য কিনে হও ধন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
ইলিশের মূল্য হ্রাসে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস ঃ
ইলিশের মূল্য বৃদ্ধিতে অনেক শুভানুধ্যায়ী উষ্মা প্রকাশ করেছেন। ঠিকানার প্রতিবেদনে প্রকাশিত ''ইলিশে আগুন''। অনেকে খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। কারণ একটাই - উচ্চ মূল্য। বাংলাদেশ ইলিশ মাছ রপ্তানী বন্ধ রেখেছে। তাছাড়া বড় ইলিশ মাছ সহজলভ্য নয়। উচ্চ মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হয়। যা হোক আমরা বড় ইলিশ সংগ্রহ করেছি এবং নিম্নোক্ত মূল্যে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
প্রতিটি ইলিশের ওজন ২.৫ পাঃ হলে ৮৫.৯৯ পাউন্ড
প্রতিটি ইলিশের ওজন ২.৬ -৪.০ পাঃ হলে ৮৬.৯৯ পাউন্ড
আশা করছি ইলিশানুরাগীরা আমাদের কাছ থেকে বড় মাছটি সংগ্রহ করবেন।
ধন্যবাদান্তে বিনয়াবনতঃ
এইচ. কে.নাথ
ASIAN MART
3732 W. 3rd St. Los Angeles, CA-90020
Tel: 213-385-1231, 213-448-8155

হালাল মীট এন্ড গ্রোসারীস
HALAL MEAT & GROCERIES
Bangladeshi, Indian, Pakistani, Afgani, Middle Eastern Groceries, Spices, Halal Meat & Fish
``House of Fresh Halal Meat''
প্রতি বৎসরের মতো এবারও আমরা কোরবানীর অর্ডার নিচ্ছি

গরু-ছাগল-ভেড়া
কোরবানী
- গরু কোরবানী - প্রতি নাম ১৫৫ ডলার ($155 per share)
মাংসের পরিমাণ আনুমানিক ৬০ থেকে ৬৫ পাউন্ড।
- ছাগল/ভেড়া কোরবানী - প্রতি নাম ১৫৯ ডলার ($159 per share)
১০ ডলার পিস করে কাটার জন্যে ($10 for cutting)
WE OPEN 7 DAYS A WEEK
FRESH ZABAIAH / HALAL MEAT
(We do zabaiah Halal by Ourselves – Cow, Veal, Goat everyday)
আমাদের বৈশিষ্ট্য
-সম্পূর্ণ ইসলামিক কায়দায় পশুকে কোরবানী করা হয়।
-আগে নাম লিখালে আগে পাবার নিশ্চয়তা।
-কোরবানীর দিনে বেলা ৩টা থেকে রাত পর্যন্ত কোরবানীর মাংস দোকানে সরবরাহ করা হবে।
-বন্ধু-বান্ধব মিলে ৫-৭ নামে কোরবানীর দিবাগত রাত্রে কোন একটি বাসায় সেই মাংস সরবারহ করা হবে।
বিজয় দিবসে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। সর্বোত্তম সেবা ও নতুন ব্যবস্থাপনায় আপনার প্রিয় স্টোর - হালাল মীট ও গ্রোসারীস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।
18845 Sherman Way # 1
RESEDA, CA 91306
(North / East corner of Wilbur and Sherman Way)
Phone : (818) 343 9123 Fax : (818) 343 0479